৩২৫

অমৃতবাজার পত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬॥০, ডাক মাশুল ১॥০, ষাণ্মাসিক ৩৷০, ডাক মাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ২৷৵০, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮॥০, ডাক মাশুল ১॥০ টাকা
বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিক বার ৵০ আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।০ আনা।

৭ম ভাগ | কলিকাতা—২৬ ভাদ্র বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। | ৩১ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

মালবৈদ্যেরমতে

সর্পাঘাত চিকিৎসা।

তৃতীয় সংস্করণ।

মূল্য ।৴০ আনা, ডাক মাশুল ৴০ আনা।

কলিকাতা অমৃত বাজার পত্রিকা আফিস ও কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

নগদ মূল্য পাইলে পুস্তক বিক্রেতাদিগকে শত করা ২০ টাকা হারে কমিশন দেওয়া যায়।

অমরনাথ নাটক।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ আনা। কলিকাতা ষ্টানহোপ প্রেস ও পটলডাঙ্গার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। (মা—শে)

হেম-নলিনী

(বিয়োগান্ত নাটক)

মূল্য ৸০ বার আনা, ডাক মাশুল ৵০ আনা।

ক্যানিং লাইব্রেরী, কলেজ ষ্ট্রীট, শ্রীযোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হিন্দু হষ্টেল, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য। (১)

আমিতো উন্মাদিনী।

নাটক।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা। ডাকমাশুল /০ এক আনা অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে, পাবনার অন্তর্গত চাটমোহর হরিপুর শ্রীযুক্ত বাবু হরি নাথ বিশ্বাসের নিকট এবং বোয়ালিয়ায় শ্রীযুক্ত বাবু হরি কুমার রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ

প্রায় একবার সেবনেই যন্ত্রণা যায় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে। উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭, নং ভবনে পাওয়া যায়। মূল্য ৩॥০।

গৌড়েশ্বরনাটক মূল্য ৸০ আনা ডাকমাশুল /০।

The plot of the work was evidently suggested by the Ramayana. The author seems to have no-ordinary power and poetical images and we meet in it with scenes deeply pathetic. *The Bengalee.*

রমেশ বাবু সাধারণ রীতির ব্যতিক্রমে এই নাটকে একটী ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। নির্জ্জীব বাঙ্গলার গদ্য আরও নির্জ্জীব, তজ্জন্য রমেশ বাবু নাটকগত পাত্রগণের উত্তেজিত হৃদয়ের ভাব সকল নিয়তই অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দুই এক খানি নাটকের স্থানে ২ পাত্রগণের মুখে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়, কিন্তু সে সকল নাটককার সকল সময়ে সে নিয়ম রক্ষা করেন নাই। গৌড়েশ্বর নাটকে এই রীতিটী সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে এবং নাটক খানি পাঠ করিয়া তাঁহার কবিত্ব দৃষ্টে আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি।—অমৃত বাজার পত্রিকা প্রভৃতি।

ক্যানিং ও সংস্কৃত লাইব্রেরী এবং অমৃত বাজার পত্রিকা অফীসে প্রাপ্তব্য।

১৯এ আগষ্ট রাত্রে হুগলি হইতে রাণিগঞ্জ আসিতে [illegible] ও [illegible]অণ্ডালের মধ্যে কোন ষ্টেসনে আমার একটী পোর্ট মেণ্টো (চামড়ার বড় বাক্স) চুরি গিয়াছে। তাহাতে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে একটী পাঁচ নলি পিস্তুল, ভিন্ন২ নম্বরের দুইখানি পাঁচ টাকা নোটের অর্দ্ধ-ভাগ, একটী জেনিভা টেঁক ঘড়ি ও একটী চামড়ার ছোট ব্যাগ (কুরিয়ার ব্যাগ) দুইটী [illegible]বণের [illegible]রের চাপকান ইত্যাদি দ্রব্য ছিল। কিছু নোট ও টাকাও ছিল। পোর্ট-মেণ্টের রং কাল এবং তাহাতে W. T. Tucker নাম লেখা আছে। কেহ ইহার কোন সন্ধান দিতে পারিলে তাঁহার নিকট বাধিত হইব ও পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব।

বাঁকুড়া — শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য
২০শে আগষ্ট ১৮৭৪ — বাঁকুড়া

সতী কি কলঙ্কিনী।

নাট্য রাসক।

মূল্য আট আনা, ডাক মাশুল /০ আনা।

আগামী ১৯ শে সেপ্টেম্বর উক্ত পুস্তক গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটারে অভিনীত হইবে। পুস্তক খানি ভাল কি মন্দ হইয়াছে তাহা ক্রেতাগণ ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে এত নাটক থাকিতে গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটার প্রথম দিনেই উহার অভিনয় করিতেছেন।

উক্ত পুস্তক কলিকাতা রামকান্ত বসুর গলি ৫৭ নং ভবনে প্রাপ্তব্য।

কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ!

নাটক।

এই পুস্তক ঢাকা বাবুর বাজার বাবু কিশোরি লাল রায় চৌধুরি মহাশয়ের বাসায় গ্রন্থকারের নিকট ও এন্, কে, চট্টোপাধ্যায়ের ও পেটটুলি রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যাইবে।

পত্তনি দিবার সংশোধিত

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে আমাদিগের স্বত্ব দখলীয় জমিদারী ও তালুকাত, কামরা পুর, নকল্যাপুর প্রভৃতি ঢাকার ব্যবধান পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব দক্ষীণস্থিত সমুদয় সম্পত্তি একত্রে কি টুকরা টুকরা পত্তনি দেওয়া অবধারিত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তিগণ স্বয়ং কি প্রতিনিধি দ্বারা আমাদিগের নিম্নস্থ ঢাকার সদর কাছারিতে উপস্থিত হইয়া বাবু রাজ গোবিন্দ সরকার নায়েবের নিকট প্রার্থনা পত্র অর্পণ করিলে গ্রাহ্য হইতে পারিবে। পত্তনি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নায়েবের নিকট জানিতে পারিবেন ইতি। (১)

১২৮১ সাল ৫ই ভাদ্র
ঢাকা বাবুর বাজার
নিজ হাবেলী
} শ্রীকানাইয়া লাল রায়
শ্রীকিশোরী লাল রায়
শ্রীযশোদা লাল রায়

হানিমানের জীবন ও ওলাউঠার চিকিৎসা

একত্রে মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল ৵০ আনা। কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রারিতে প্রাপ্তব্য।

ড্রাফ্টস্ ম্যানদের প্রতি।

পরিষ্কার ও সচরাচর যেরূপ পাওয়া যায় এরূপ দ্রুত লেখক যিনি সুন্দর রূপে অঙ্ক চালাইতে ও ছাপার অক্ষর লিখিতে পারেন, এবং সামান্য স্কেচ দেখিয়া প্লট করিতে পারেন, এরূপ এক জন লেখকের প্রয়োজন হইয়াছে। মাসিক বেতন ৫০ টাকা, এবং উহা বাড়িয়া ৭০ টাকা পর্যন্ত হইতে পারে। যে তারিখে রঙ্গপুরে কর্ম্মে হাজির হওয়া হইবে সেই তারিখ হইতে বেতন গণনা করা যাইবে। রঙ্গপুরে যাইবার কোন প্রকার পথ খরচাদি দেওয়া যাইবেক না। কর্ম্মার্থীরা আপনাপন প্রশংসা পত্র এবং নকসা টানার নমুনা নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়া দিবেন ও কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে কোন তারিখে হাজির হইতে পারিবেন তাহা লিখিবেন।

বিশেষ উপযুক্ত লোক ভিন্ন অন্য লোকের আবেদন করার আবশ্যক নাই।

জর্জ, আর, ক্লাক।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রঙ্গপুর শাখা রেলওয়ে, রঙ্গপুর, পূর্ব্ববাঙ্গলা

কবিবর ৺ মাইকেল মধুসুদন দত্ত বিরচিত নিম্নলিখিত কাব্য ও নাটক প্রভৃতি স্বত্বের সহিত বন্ধক থাকাতে বন্ধকীপত্রের মর্ম্মানুসারে ঐ সমস্ত পুস্তক ও তাহাদের স্বত্ব আগামী ২৩এ সেপ্টেম্বর বুধবারে মেঃ মেকেঞ্জি লায়েল কোং দ্বারা একস্‌চেঞ্জ হালে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে। যথাঃ—

১, মেঘনাদবধ কাব্য, ২য় ভাগ। ২, মেঘনাদবধ কাব্য এক খণ্ডে সম্পূর্ণ, (এক্ষণে ছাপা নাই)। ৩, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য। ৪, বীরাঙ্গনা কাব্য। ৫, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। ৬, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, (এক্ষণে ছাপা নাই)। ৭, কৃষ্ণকুমারী নাটক, (এক্ষণে ছাপা নাই)। ৮, পদ্মাবতী নাটক। ৯, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ১০, বুড়োসালিকের ঘাড়ে রোঁ। ১১, একেই কি বলে সভ্যতা?

এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ সমাচার ৭/॥ নং কলিকাতা হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে মেং এ, সেণ্ট [illegible] কারুথস উকীলের আপিসে [illegible]

Wanted, [illegible]
one who c[illegible]
plot from [illegible]
per month [illegible]
rupees. P[illegible]
at Rungp[illegible]
ance will [illegible]
of testim[illegible]
undersign[illegible]
when th[illegible]
N[illegible]

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও এদেশীয়গণ।

এ দেশের শাসন কর্ত্তা ও প্রজাদের মধ্যে ক্রমে মত ভেদ হইতেছে ও কতক মনান্তর হইতেছে। এটি হইবার অনেক কারণ আছে। ফল যে কারণই থাকুক, এটি দেখিয়া কাহারো ক্ষুণ্ণ কি ভীত হওয়ার কারণ নাই। ইংরেজেরা শতাধিক বৎসর এখানে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। এই দীর্ঘ কাল এখানে শান্তি বিরাজ করিতেছে। ইংরাজ রাজ শাসন প্রভাবে এখানে বাণিজ্য ব্যবসায় দিন ২ অপ্রতিহত ভাবে প্রস্ফুটিত হইতেছে, এ সমুদয় ভারতবর্ষের সমাজে ক্রমে জীবন প্রদান করিতেছে। ইংরেজেরা শুদ্ধ সুশাসন এ দেশে প্রচলিত করেন নাই, সে সঙ্গে জ্ঞান চর্চাও প্রচার করিয়াছেন। ভারত ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা এবং ইংরেজদের এই সমুদায় শুভানুষ্ঠানের ফল অল্প কাল মধ্যে এখানে উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের সমাজ, আমাদের মানসিক বৃত্তি স্পৃহা সমুদায় পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইংরেজেরা এখানে প্রথম আসিয়া যে বাঙ্গালিদিগের উপর আধিপত্য করেন, এক্ষণ আর সে বাঙ্গালি নাই, সুতরাং সে কালের রাজ শাসন প্রণালীও এক্ষণ আমাদের উপযোগী হইতে পারে না। আমরা যদি ইংরেজ শাসন প্রণালীর কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিতে বলি তবে সে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই। অনেক অদূরদর্শী ইংরেজেরা এই নিমিত্ত আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাশূন্য মনে করেন, কিন্তু তাহারা স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিবেন, এ আমাদের দোষ না, তাহারা এ দেশে যে জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছেন এটি তাহারই ফল। তাহারা আমাদের এই রূপ স্পৃহা প্রভৃতি দেখিয়া বিরক্ত হন কিন্তু আমরা ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে যত নির্ভয়ে কথা বলিতে শিখিব ততই চতুর্দ্দিক হইতে তাহাদিগকে সাধুবাদ করিবে। যত দিন প্রজা অজ্ঞ থাকে, নিজের স্বার্থ নিজে না রক্ষা করিতে পারে, তত দিন রাজার অত্যন্ত প্রতাপ থাকে, কিন্তু প্রজারা যত উন্নতাবস্থা হয় তত রাজা এক একটি করিয়া সকল ভার প্রজার হস্তে ইচ্ছায় আর অনিচ্ছায় হউক অর্পণ করেন। আমরা এত দিন ইংরেজদিগের রাজ শাসনে কোন কথা বলি নাই কারণ আমরা বলিতে শিখিয়া ছিলাম না, এক্ষণ আমরা কিছু ২ জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সুতরাং আমাদের রাজ্যের কোন ২ অংশে প্রবেশ করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হইয়াছে। এটি শুদ্ধ ব্রিটিশ রাজ্যে হইতেছে না। আমরা সর্ব্বত্র ইহার চিহ্ন দেখিতেছি। এটি পৃথিবীর সকল উন্নত রাজ্যে হইয়াছে এবং এটি যেখানে হইয়াছে সেই রাজ্য পরিণামে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইয়াছে। ফল যদিও এটি নিতান্ত শুভকর তথাচ যখনই প্রজারা কিছু উন্নত হইয়া রাজ্যের ভার নিজ হস্ত গ্রহণ করিতে [illegible] করিয়াছে তখাই রাজা ও রাজ কর্ম্মচারী- [illegible] ইয়াছেন। রাজাদের মনে [illegible] জার উপর [illegible] শ্বর দত্ত। [illegible] নতা স্বী- [illegible] অনেক [illegible] নিবারণ [illegible] ত থা- [illegible] সু- [illegible]

করেন। দেশীয় লোকের মতের বিপরীতে কার্য্য করাতে প্রথম চার্লসের মস্তক ছেদন হয় এবং সময়ের লক্ষণানুসারে কার্য্য করাতে রুসিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট ক্রমশঃ প্রিয় হইয়া উঠিতেছেন।

ভারতবর্ষীয়েরা অনেক কারণে ব্রিটিশ শাসন প্রণালীকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করেন না। এই শাসন প্রণালীর প্রভাবে আমাদের দেশ ক্রমশঃ নির্ধন হইয়া যাইতেছে। অত্যাচারী মুসলমানদের সময়েও আমাদের উদরান্নের জন্যে দ্বারে ২ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় নাই। অবশ্য ইংরেজেরা বলিয়া থাকেন যে প্রজারা ব্রিটিশ রাজ্যে পরম সুখে আছে। ইংরেজদের আর যে গুণ থাকুক, তাহারা যে অধিক কর লন না এ কথা তাহারা বলিলে হাসি পায়। কোন্ দিল্লির বাদসাহার রাজকোষে ১৬ কোটি টাকা মজুত ছিল? এখন গবর্ণমেণ্টের তহবিলে এতটা টাকা মজুত। এই টাকাটি কত ব্যয় করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা এক বার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। আমাদের গবর্ণমেণ্টের যাবদিক কর্ম্মচারী বড় বড় কেরানি হইতে গবর্ণর জেনারেল পর্য্যন্ত এবং ক্ষুদ্র সৈন্য হইতে সেনাপতি পর্য্যন্ত একটি মস্ত ধনী দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। ইহার নিমিত্ত যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহা মুসলমান রাজাদিগের লাগিত না, সুতরাং এই অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন মুসলমান বাদসাহা যাহা করিতে পারেন নাই অর্থাৎ ১৬ কোটি টাকা মজুত করিয়াছেন তখন মোটা মুটি ইহাই বোধ হইবে যে তাহারা মুসলমান বাদসাহগণ অপেক্ষা অধিক কর লইয়া থাকেন। রাজ্য মাত্রেরই ব্যয়ের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে একটি দেখা যাইবে। কর্ম্মচারীগণের বেতনেই অধিকাংশ রাজস্ব ব্যয়িত হয়। স্বাধীন রাজ্যে কর্ম্মচারী সমুদয় দেশীয়গণ, সুতরাং তথাকার রাজারা প্রজার নিকট হইতে যে টাকা লয়েন তাহা আবার সেই বৎসর সমুদায়ই প্রজাগণকে প্রত্যর্পণ করেন, এরূপ অবস্থায় কর ৫০ গুণ হইলেও দেশের অনিষ্ট নাই। আমাদের ইহার ঠিক বিপরীত। আমরা গবর্ণমেণ্টকে যে কর দেই তাহার যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ফিরাইয়া পাই, সুতরাং এরূপ ব্যয়ে দেশের শোনিত শুষ্ক করে। আমাদের টাকা যদি ইংলণ্ডে না যাইয়া এদেশে থাকে তবে এক্ষণে আমরা যে কর দিতেছি তাহার দ্বিগুণ দিলেও আমাদের কষ্ট বোধ হইবে না। কিন্তু এই যে বৎসর বৎসর ৫২ কোটি টাকা আমরা দিয়া থাকি ইহার কয় কোটি টাকা আমাদের দেশে থাকে? এই নিমিত্ত আমরা ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছি কিন্তু ইহাতে একটু লাভ হইয়াছে। পেটে অন্ন না থাকিলে লোক দিক্ বিদিক্ শূন্য হয় এবং হতাশ হইয়া তাহারা অতি সাহসিক কার্য্য করিতেও পারাঙ্মুখ হয়না। আমাদের পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণ অনেক সাহস বাড়িয়াছে। আমরা এক্ষণ পদে পদে আমাদের স্বার্থ লইয়া যুদ্ধ করিতেছি। এত দিন আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতাম, এক্ষণ আমরা গবর্ণর জেনারেলের মতামত লইয়া নির্ভয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেছি, এখানে কিছু না হইলে ষ্টেট সেক্রেটারী পর্য্যন্ত আপীল করিতেছি, তিনি আপীল গ্রাহ্য না করিলে পারলিয়ামেণ্টে আন্দোলন করিতে সাহসী হইতেছি। ইহা দেখিয়া আশা করা যাইতে পারে যে আজ হউক কাল হউক আমাদের প্রধান স্বত্ব গুলি আমাদিগকে ক্রমে প্রত্যর্পিত করিতে

গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইবেন। যে রাজপুরুষেরা [illegible] চনা করেন যে কঠোর শাসনে তাহারা প্র[illegible] দিগের প্রগতি নিবারণ করিতে পারিবেন তা[illegible] নিশ্চিতই অপরিণামদর্শী রাজনীতিজ্ঞ।

কর প্রপীড়িত বাঙ্গলা।

বাঙ্গলার ভিতরে যাহাই থাকুক, বাহিরের লোকে জানে যে বঙ্গ দেশ বড় সমৃদ্ধিশালী। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগের লোকে বাঙ্গলাকে ঈর্ষান্বিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের নিকট হইতে বৎসর২ কতক টাকা লইয়া থাকেন। বোম্বাইয়ের এক খানি প্রধান কাগজ এই সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিয়া বলিয়াছেন যে বাঙ্গলা প্রদেশ হইতে প্রধান গবর্ণমেণ্ট যৎ কিঞ্চিৎ মাত্র টাকা লয়েন অতএব উক্ত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য যে বাঙ্গলা দেশ হইতে আরো বেশী টাকা লন। এ রূপ প্রস্তাব যদি অযোধ্যা কি উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিত তাহা হইলে কতক শোভা পাইত, কারণ ভারতবর্ষীয় রাজকোষে অর্থ সহায্য সম্বন্ধে উক্ত দেশ বাঙ্গলার নিচেই কিন্তু বোম্বাই হইতে এরূপ প্রস্তাব আইলে হাসি পায়। তিন বৎসর অতীত হইল, নাইট সাহেব তাহার ইণ্ডিয়ান ইকোনমিষ্ট পত্রিকায় এই সম্ব[illegible] একটি প্রস্তাব লেখেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বৎসর২ কত টাকা লইয়া থাকেন তাহার একটি হিসাব তিনি প্রকাশ করেন। নাইট সাহেবের বাঙ্গলার উপর চির কাল সমান অনুগ্রহ, সুতরাং তিনি যদিও নিরপেক্ষ হইয়া হিসাবটি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তবু বাঙ্গলার হিসাব করিতে গিয়া উহার উপর অন্যায় করিয়াছেন। নাইট সাহেব এই রূপে প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৬২ সাল হইতে ৬৯ সাল পর্য্যন্ত ৮ বৎসরের আয় ব্যয় হিসাব দিয়াছেন। বাঙ্গলার হিসাব এই। ৬২ সাল হইতে ৬৯ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা হইতে ৩১ কোটি টাকা ভূমির কর আদায় হইয়াছে ও স্থানীয় প্রয়োজনের নিমিত্ত ২৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, সুতরাং আট বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিয়া ৫ কোটি টাকা লইয়াছেন। তিনি অযোধ্যার এই রূপ হিসাব দিয়াছেন। ভুমির কর ৯ কোটি ও স্থানীয় ব্যয় ৫ কোটি, উদ্বৃত্ত চারি কোটী ও আট বৎসরে প্রধান গবর্ণমেণ্ট এই টাকাটি লইয়াছেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এই কয়েক বৎসরের ভুমির কর কর ৩৩ কোটী, ব্যয় ১৮ কোটী ও উদ্বৃত্ত ১৫ কোটী। বোম্বাইয়ের এই আট বৎসরের ভুমির [illegible] ২৭ কোটী ব্যয় ২৯ কোটী, সুতরাং এই কয়েক বৎসরে বোম্বাই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট দুই কোটী টাকা লইয়াছেন। পঞ্জাবের ভুমির কর পনর কোটী, ব্যয় ১৩৷৷ কোটী ও উদ্বৃত্ত ১৷৷ কোটী। মধ্যপ্রদেশে আয় ৪ কোটী, ব্যয় ৫৷৷ কোটী অতএব লোকসান ১৷৷ কোটী। এই সমুদায় হিসাব দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে এই আট বৎসরে প্রত্যেক মনুষ্যে গড়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এত দিয়াছে, অর্থাৎ বাঙ্গলা ১/১০, পঞ্জাব ৸৵০; অযোধ্যা ৬৷৵; মান্দ্রাজ ৩৸/০; উত্তর পশ্চিম ৫; মধ্য প্রদেশে অনটন, ব্যয় অনটন।

এই হিসাবটিতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কিরূপ সুবিচার। এক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে থাকিয়া কোন দেশ নিজের সমুদায় ব্যয় কুলাইয়া মনুষ্য প্রতি ৭ টাকা প্রধান গবর্ণমেণ্টের মুখে যোগাইতেছে, কেহ বা

আবার সেই গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিজের ব্যয় কুলাইতে না পারিয়া টাকা লইতেছে। কিন্তু বাঙ্গলা এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনার ঢের বেশী দিয়া থাকে, তাহা ক্রমে দেখাইতেছি। প্রথমতঃ বাঙ্গালার লবণের শুল্ক যত এত আর কোন দেশে না। লবণের শুল্ক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং লইয়া থাকেন, কিন্তু নাইট সাহেব এটা ধরেন নাই। যদি ইহার নিরাকরণ করিতে পারা যাইত তাহা হইলে দেখাইয়া দিতাম যে এই আট বৎসরে এই এই বাবদে বাঙ্গলায় কত আয় হইয়াছে। অপর অহিফেণ বাবদে এই আট বৎসরে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা হইতে ব্যয় বাদে ৩০ কোটি টাকা লইয়াছেন। এটি সম্পূর্ণ বাঙ্গলার আয়। এই আয়টি ধরিলে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা হইতে এই কয়েক বৎসরে অনুন ৩৫ কোটি টাকা লইয়াছেন। ইহার পরে লবণের শুল্ক ধরিতে হইবে, কিন্তু তাহা বাদ দিলেও নাইট সাহেব যে নিয়মে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে এই রূপ দাঁড়াইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রতি মনুষ্য বাঙ্গলায় ৯৴১০ অযোধ্যায় ৬।৵ ইত্যাদি প্রদান করিয়াছে, সুতরাং বাঙ্গলার উপর সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাচার হয়। ইহা সত্বেও যাহারা বাঙ্গলাকে অপেক্ষাকৃত কম কর প্রপীড়িত বলেন তাহারা প্রকৃত হিংসুক। যে যাহাহউক কেবল বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশ ব্যতীত আর সকল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টই নিজ প্রয়োজনীয় প্রায় সমুদয় ব্যয় কুলাইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে কিছু২ দিয়া থাকেন, সেখানে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উঠিয়া গেলেই ত আমাদের নিজের সে গুলি থাকে?

মিয়ার্স সম্বন্ধে ইংলিশম্যান যে ধুয়া ধরিয়াছেন তাহা এখনো পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই। এই সুযোগে অনেক ক-অক্ষর-গোমাংস সাহেব ইংলিশম্যানে লিখিয়া হাত পাকাইয়া লইলেন। ইহাদিগের লেখা দেখিলে দুঃখও হয় হাসিও পায়। বেচারিরা কখনো খুন হইয়া মরিতে যায়, কখন চাটি বাটি উঠাইয়া এ দেশ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, আবার কখন ২ বাঙ্গালিদের প্রতি এরূপ সমুদায় মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করেন যে তদ্দারা তাহাদের সদ্বংশের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালিদের অপরাধ কি? মিয়ার্সকে ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] দিলেন এবং হাইকোর্টের জজেরা মাজিষ্ট্রেটের রায় হাল রাখিলেন, ইহাতে বাঙ্গালিরা গালি খায় কেন? তবে এ গালিতে আমাদের রাগ করা কর্ত্তব্য না, কারণ সত্য ও জয় আমাদের দিকে। আরো একটু কারণ আছে। মিয়ার্সের পক্ষ হইয়া যে সকল লোক আমাদিগকে গালি দিতেছেন তাহারা প্রকৃত বড় মনোবেদনা পাইয়াছেন, এবং ব্যথিত হৃদয়ের দুটা পাঁচটা প্রলাপ বাক্য সহজ জ্ঞান বিশিষ্ট লোক অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন। বিশেষ সুখের বিষয় যে সাহেব মহালে দুটি দল হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজেরা মিয়ার্সের জন্যে কিছু মাত্র দুঃখিত নন, এবং যাহারা মিয়ার্সের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন তাহারা প্রায় নীলকর কি তাহাদের ন্যায় ইতর শ্রেণীর ইংরেজ। তবে জন কতক বারিষ্টার ও আটর্ণি মিয়ার্স সংক্রান্ত আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন কিন্তু তাহারা কেহ নীলকরদিগের মকর্দ্দমা করেন বলিয়া ও কেহ ২ খাতিরে ইহাদের সহিত যোগ দিয়াছেন। এরূপ জনরব উঠিয়াছে যে টেম্পল সাহেব হাইকোর্টের জজদিগকে বলেন যে, মিয়ার্সের পক্ষে এখন যদি কেহ [illegible] সাক্ষ্য দেয় [illegible] তাঁহারা গ্রহণ করিয়া মি-

হাতে সম্মত হন নাই। যশোরের মাজিষ্ট্রেটও এই নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়া ছিলেন। তাঁহার সহিত টেম্পল সাহেবের কি কথা বার্ত্তা হইয়াছে তাহা আমরা জানিতে পাই নাই। মিয়ার্সকে জেলে গিয়া বিশেষ কোন কঠিন কাজ করিতে হয় নাই। তাহাকে কিছু দিন থলিয়া বুনিতে হয় এবং কোটহ্যাট ছাড়িয়া কয়েদীর কোর্ত্তা পরিতে হয়। ফল জেলে গিয়া যে তাহার পীড়া হইবে তাহা এক রূপ পূর্ব্বেই সাব্যস্ত করা হয়, সুতরাং তিনি পীড়িত হইয়া (অর্থাৎ সাহেবদের যে রূপ পীড়া হইয় থাকে) যে আপাতত হস্পিটালে আছেন ইহাতে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই।

গত শুক্রবারে মহাসমারোহের সহিত নেটিব হস্পিটাল খোলা হয়। এটি আমাদের দেশীয়দিগের কীর্ত্তি। অবশ্য কয়েক জন ইংরেজ মহোদয় যোগ না দিলে যথা ডাক্তার ম্যাকনামারা ইত্যাদি এই কার্য্যটি সুসিদ্ধ হওয়া কঠিন হইত, কিন্তু ইংরেজদিগের মধ্যে জন কতক ব্যতীত আর কেহই ইহাতে কোন রূপ সাহায্য প্রদান করেন নাই। আমাদিগের দেশীয়গণের বদান্যতায় এই সদনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হইল। মহারাণী স্বর্ণময়, রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর প্রভৃতি দানশীল ব্যক্তি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং হাস্পিটালে তাঁহাদের নামে এক একটি ওয়ার্ড স্থাপিত হইয়াছে। লর্ডমেয়োর স্মরণার্থ যে চাঁদা সংগৃহীত হয় তাহা হইতে ৫০ হাজার টাকা হস্পিটালের জন্যে প্রদত্ত হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত নেটিব হস্পিটালের পূর্ব্বে "মেয়ো" শব্দটি রক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ "নেটিব হস্পিটাল" "মেয়ো নেটিব হাস্পিটাল" নামে অভিহিত হইল। দেশীয় পীড়িত ব্যক্তিদিগের নিমিত্তই এই হস্পিটালটী হইল এবং ইহা দ্বারা যে কত উপকার হইবে তাহা একটু চিন্তা করিলেই অনুভব করা যায়। হস্পিটাল খুলিবার সময় অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ও বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন এবং যে সকল মহোদয়গণ এই সৎকার্য্যের নিমিত্ত চাঁদা প্রদান করেন তাঁহাদের বিস্তর সুখ্যাতি করেন। রাজা [illegible] ঠাকুর লর্ড নর্থব্রুককে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন যে, লোকের মনে বিশ্বাস "লর্ড নর্থব্রুক গরিবের মা বাপ।"

দুর্ভিক্ষের হাঙ্গামা না মিটিতেই আর এক ঘোর বিপদ উপস্থিত—বন্যা। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গঙ্গার জল এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে যে তথাকার শস্য ক্ষেত্র সমুদায় ডুবিয়া সমুদ্রবৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দিন দিন জল বৃদ্ধি হইতেছে। এই জল ক্রমে বাঙ্গলায় আসিয়া পড়িতেছে। পদ্মা এরূপ স্ফীত হইয়াছে যে গোয়ালন্দ প্রায় ডুব ডুব হইয়াছে এবং পাবনার অনেক স্থানে জল মগ্ন হইয়া বিস্তর শস্য নষ্ট করিয়াছে। টাঙ্গেল প্রভৃতি স্থানেরও এই রূপ অবস্থা। ক্রমে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র জল ছড়াইয়া পড়িবে এবং গঙ্গার জল যদি বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহা হইলে সম্ভবতঃ আর এক মাসের মধ্যে দেশ ব্যাপিয়া একটি প্রকাণ্ড বন্যা উপস্থিত হইবে। ধান্যের পত্রে বন্যা জল লাগিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। এবার যে আমাদের অদৃষ্টে কি আছে তাহা বলা যায় না।

নাট্য রাসক প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী ১৯এ সেপ্টেম্বর এ খানি গ্রেট নাসন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হইবে। ইহাতে যে কয়েকটী সংগীত সন্নিবেশীত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিলাম।

যশোরের মিয়ার্স সাহেবের মোকদ্দমার ন্যায় কলিকাতায় একটি মোকদ্দমা হইয়াছে, যদিও তাহার ফল অন্য রূপ হইয়াছে। কারণ স্মিথ সাহেবের ন্যায় মাজিষ্ট্রেট সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। ষ্ট্যানফোর্ড নামক এক জন সাহেবের সহিস উক্ত সাহেবের নামে পুলিশে এই নালিশ করে। একদিন বেলা বারটার সময় প্রতিবাদী সাহেব তাঁহার আস্তাবলে যাইয়া দেখেন যে তাঁহার এক জন সহিস ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তিনি এক খানি কাপড় দিয়া সহিসের গলা বাঁধিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে থাকেন। বাদী ইহাই নিবারণ করিতে যাইয়া সাহেবের হস্ত হইতে বেত কাড়িয়া লইয়া অন্য একটী আস্তাবলে দৌড়িয়া যায় সেখানে ডেক্রিজ নামক এক জন পুলিশ কনষ্টেবল তাহাকে ধরিয়া প্রতিবাদীর আস্তাবলে [illegible]ইয়া আইসে এবং আস্তাবলের দুয়ার সকল ব[illegible] করিয়া দেয়। প্রতিবাদীর দুই জন চাকর বাদি[illegible] হাত ধরিয়া রাখে এবং প্রতিবাদী পুলিশ ক[illegible]ষ্টেবলের সমক্ষে বাদীকে মারিতে থাকেন। এ[illegible] জন পাহারাওয়ালা এই সাক্ষ্য দেয় যে সে প[illegible]হারায় ছিল, এমন সময় গোলমাল শুনিয়া [illegible]হেবের আস্তাবলের দিকে যায় এবং অবরুদ্ধ দ্বারের উপর দিয়া দেখে যে সাহেব বাদীকে মারিতেছেন এবং উক্ত সাহেব কনষ্টেবাল নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া আছেন। আস্তাবলের দ্বার বড উচ্চ নহে। পাহারাওয়ালা ইহাই দেখিয়া বাহির হইতে দুয়ার খুলিয়া আস্তাবলেরর মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রতিবাদীকে বারণ করিতে যায়। কিন্তু ডেক্রিজ কনষ্টেবল তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। সে সাহেব কনষ্টেবলকে ভৎসনা করিয়া বলে যে তাঁহার সাক্ষাতে এই মারিপীট হইতেছে অথচ সে তাহাতে আপত্তি করিতেছ না। আর এক জন সহিস যে সম্প্রতি প্রতিবাদীর কর্ম্ম করিত সেও বাদীর এজাহারের পোষকতা করে। কনষ্টেবেল ডেক্রিজ সাফাই সাক্ষী। সে বলে যে সে [illegible] প্রতিবাদী তাহাকে ডাকিয়া প্রতিবাদীর নিকটবর্ত্তী আস্তাবলে যে সহিস (বাদী) বসিয়াছি[illegible] তাহাকে তাহার জিম্মায় রাখিতে বলেন। কনষ্টে[illegible]বল সহিসকে পাকড়া করিয়া প্রতিবাদীর আস্তাব[illegible]লে লইয়া যায় এবং প্রতিবাদীর নিকট সক[illegible] বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে থানায় লই[illegible] আইসে। সে আস্তাবলের [illegible]

মারিতেও দে[illegible]

ইয়া যায় [illegible]

চিহ্ন দেখে[illegible]

ক্ষ্য দেয় [illegible]

কে যেন [illegible]

দেখে বে[illegible]

তাহারা [illegible]

কে চ্যা[illegible]

বাদী যাহ[illegible]

পুলিষ [illegible]

প্রমাণ [illegible]

করিয়াছেন।

It is very ungenerous of the East Indian Railway Company to withdraw from Babu Nilcomal Mittra his Pass, and snatch from his hands the contract of the Native Refreshment Rooms, because of his having taken under the Bengal Government a transport contract in Behar, in which they think he has made large profits. We fail to see what connection the one has with the other, though to our knowledge the Babu has lost money considerably in his transport contract instead of making any profit by it. That is just what we predicted sometime ago. He was the only *black* sheep in the flock; that is, all the contractors for transporting Government grain were Europeans and Babu Nilcomal was the only native who had the "audacity" to compete with them, and such has been the turn of fortune that one and all the Europeans have made their fortunes whereas the Babu has lost *his* in the transaction. But supposing Babu Nilcomul has made large profits in his transport contract, what has that to do with the Railway Company? Why should they be jealous of his profits? We are assured by a reliable authority that the Railway officials did find fault with the Babu for making too frequent use of his Pass and visiting his refreshment rooms oftener than he would have done had he not taken the transport contract and that the Railway Company have lost the fare of his extra travellings. But they should have remembered that Babu Nilcomul has contributed a portion to the enormous profits the Railway Company earned during the famine operation by importing his cattle mostly by Rail which would not have been had he not taken the transport contract at all. So in the long run the Railway Company should feel thankful to the Babu, instead of finding fault with him, and we consider it very ungenerous on the part of the Railway Company to withhold from the Babu their Pass soon after he commenced operations.

One of the reasons for taking away the refreshment rooms from the Baboo's hands has been assigned—his want of supervision. On the one hand he is blamed for visiting his refreshment establishments *too often* and on the other hand he is taxed and punished for not looking after them.

We cannot however forbear remarking that both the E. I. R. Company and the Native Travelling Public cannot be too sufficiently grateful to Babu Nilcomal for the comforts and the conveniences which his *Mittraloyes* along the line from Calcutta to Delhi had afforded, especially to such passengers who travelled along the line with their families. Fancy a Hindoo and that of the *orthodox* type, could, without breaking his journey, feast on the common luxuries of a substantial meal at the moderate charge of only four anas. We know the Babu has suffered heavy losses in the first instance and we consider it rather unfair to snatch away from his hand the business, which after infinite trouble and much expence, he had succeeded in making the *Mitralayas* paying.

We believe our readers have not forgotten Mr. Livein and his case. The Lieutenant Governor of Bengal by an order dated the 12th Aug. 1874 appointed Mr. Molony, Commissioner of Rajshye, Mr. Lowis, Judge of Bhaugulpore and Mr. Cornell, Judge of Bancoora as Commissioners to make a formal and public enquiry into the charges brought against Arthur Levien, late Civil and Sessions Judge of Rungpore, under section 3 of Act. 37 of 1850. The Commissioners managed to reach Rungpore on the 31st Aug, of course after giving due notice to Mr. Livein beforehand. The case is *subjudice* and we have no mind to prejudge it. We shall therefore steer clear of contempt of Court and give a ... and unvarnished narrative of the doings
...ners. These gentlemen after
...Circuit House where
...tchery previously, at
...r. Lingham assisted
...ted by the Bengal
...secution. Mr. E
...assisted by Mr.
...tant Magistrate
...nce. Mr. S. N.
...vernment with
...ow or other he
...p. He had to
... by borrowing
... merchant and
...But to return to
...ng the pleaders
...art, were told to
... by the Commis-
... Counsel for the
... thus emptied
... anything of the
...se and read out
... Lievein formed by charges. They are twenty in number. The Counsel for prosecution then began with a short history of the career of Mr. Livein as a Civil Servant in India, noting at the same time that he passed the necessary tests for the Hindoostanee and Bengale dialects. He was first appointed in the Paunjub, then at Shaharun, Mymenshing, Furridpore, Dacca and then at last at Runpore as Civil and Sessions Judge of the 2nd grade. He then went to England on furlough and came back in 1870. He was then posted at Dacca whence he was reappointed as Civil and Sessions Judge of Rungpore. From these the Counsel shewed that Mr. Livein was Judge for 6 years and ten years in Bengalee speaking districts. Mr. Lingham said that he never meant to be harsh or hard with Mr. Livein for he was genial and affable to every one there and no one has any personal ill-feeling towards him, but it was a part of his duty to shew the numerous faults of official character which resulted in the gross violation of duties required by his office and position. Then he said how and when this case came into existence and eloquently and ably ended his address by dilating upon the duties and responsibilities of a Civil and Sessions Judge. He said that it was urgently and indispensably necessary for a Judge who did not understand Bengallee to see that the plaint in original cases, the decisions of the Lower Courts and depositions of witnesses in apeal cases &c. were regularly translated and correctly too by the translator of the Court. But unfortunately though a translator was attached to his Court no translation was duly made, except in few cases, of the records of the numerous cases that came before him. For further particulars our readers must wait till next week.

The deposition of Babu Dayal Sing has been taken. It occupied four complete days. Depositions of Babus Bramho Naryan Dutt, Kali Dass Moitra, Mohesh Chandra Sircar, Peari Lall Roy (the last three are pleaders) and Babu Lalit Mohun Chaudry, the translator, have been taken. The Sheristadar, Babu Wooma Churn Sen is perhaps by the order of the Bengal Government to be tried in the Magistrate's Court. He was arrested by a warrant from the Magistrate but has been released on a bail of 4000 Rs. The translator Lalit Babu has been degraded and ordered to revert to his former appointment, the second clearkship of Bogra Magistracy. Three other gentlemen alleged to have been appointed at the recommendation of Wooma churn Babu have been dismissed. You see that a grand *serad* is going on at Rungpore.

NATIVE PROSPECTS—We have received the following letter:—

Please accept my best and sincere thanks for your editorial in the last issue, on the brilliant success, achieved in the management of traffic on the Nalhatie, Azimgunge and Calcutta to Mutlah State Railways by Babu Ramgutty Mookerjea but I am very sorry to find you have been mistaken in thinking that he has paved the way for others, as to entitle them to obtain such enviable posts as the one Babu Ramgutty holds. Babu Ramgutty had to look up to Mr. J. E. Wilson, the projector of Branch Railways in India for all his success. It was he, who picked up Babu Ramgutty from his office desk, and entrusted him with the management of traffic in a portion of Oude and Rahilkhund Railway line, and finding him equal to the task, offered him the entire charge of the Nulhattie Branch Railway. Subsequently before the Nulhatee line was sold to Govt. he was transferred there, and the manager of the State Railways finding him competent, allowed him to continue in the service; having thus been encouraged, Babu Ramgutty had fields to display his perseverence, energy and diligence. Had he continued his service in the E. I. Railway from where he gained all his experience in Railway management, he would have passed his days as a mere *Karenee* to this day.

The Railway has been an established fact in our country, and since the commencement of Railways in India, above 24 years ago, I have come to know of some men of our country, who have studied Railway thoroughly, and have mastered the different branches of its life and motion, both in theory and practice, but what has availeth them of all their long experience in this great and grand project in our country? They are simply pining away in the lowest grades of employments; and as they have no other alternative left to them, they are consequently compelled to be satisfied with the crusts and crumbs of the service. The big officials of Railways in India, as a rule, would not give away any higher and respectable posts to any of the natives in India, as long they have their own friends and countrymen to oblige and I challenge to prove this my assertion to otherwise. Some of the natives, who have pluck enough to shew that the treatments they received were no longer unbearable, have commenced to leave their long Railway service and join Government, and why, because they could not obtain higher and respectable posts, and their promotions were stopped, when there were foreigners to be patronised. As an instance, I will mention to you the name of one Babu B, M. Chuckerbuttie, who has had his training in Railway works thoroughly and who served the E. I. Railway for ab... 20 ... best of Engineers could boast of. His ... in the management of Railway works was a by wo... and a guidance to others; his merits were recognis... with a medal by the Government of India at t... late Rajmehal inaugaration in 1861 last, and l... services were appreciated by the best of the Railw... Engineers. The certificates he holds from suc... eminent Engineers as Messrs Power, Sibley, Perry, Latimer and Le Messurier, speak very highly of his merit and experience, and what has been the result of all these to him? Why, he had to leave the Railway service in reluctance, and disgust; reluctance because his 20 years experience on Railway works has been a loss to him, disgust, because he was denied promotion in pay and post and latterly he was distinctly told by his chief Engineer, that there was no chance of a prospect for him in the E. I. Railway. Imagine Sir, how the services of good men are thus thrown away at pleasure and can such a treatment induce others to devote the best part of their lives to fag about, with a "thus far and no further" subordinate employments in a Railway service? It is not too late that the Govt. of India have thought of devising means of economy in obtaining cheap men, in training native Engine-Drivers, Mechanics and Platelayers for the service of the state Railways; but the method suggested, I am from my experience of a quarter of century in Railway Service, emboldened to say will be a complete failure and thereby prove prejudicial to the prospect of my countrymen. It is against human nature, more specially. with the professional working classes of laborers in all countries, that practical laborer would train up a foreigner in hi... craft and profession, and thereby deprive his ow... children and brother laborers of the bread in th... service. A similar proposal was once mooted in th... E. I. Ry. but not a single native was seen to be turned out for service. As my letter has already become too lengthy, I defer suggesting the alternative method in my next.

We shall be very glad to have the practical suggestions of our correspondent, who it appears, is an old and experienced servant of the department. As to other matters, there is no doubt that the policy of Government regarding Railway management in India has undergone a happy change. The late Babu Kishori Chand Mittra was appointed to a most important post in Calcutta, but it is said he could not please the European public and since then the post has not been given to a native. Had the late Honble. Dwarika Nath Mittra failed, we would not have seen a native now sitting as a High Court Judge. Babu Ramgati has proved that, as managers of Railways, natives can manage more economically, if not more efficiently, than the Europeans. The *Times* in a leading article admits it. It says:—

India is undoubtedly less plundered and despised now than under her Native rulers. But the question may arise whether she possesses as much wealth to plunder and to spoil. There is one unsatisfactory characteristic in the very benefits we confer on the people, and that is that we supersede their own ener... gies and their special form of civilization; and to supersede is to suppress. We bring them under a system, even in material affairs, with which their genius is not yet in harmony, and its development is essentially imperfect. Take, for instance, the case mentioned by our Correspondent of the Moorshedabad Railwaay. This is a branch line of about 28 miles in length. Though constructed on the simplest plan, it failed to pay its own expenses, and the Company were on that point of giving it up. But a Native servant offered to take the line and to pay the Company five per cent. on the capital. The Directors preferred to give this man a salary with full powers of management, and the result is that the Railway is now the property of the Government and pays at the rate of 12 per cent. This result has been produced by the most obvious mean... Company has worked the line on a scale sug... by English experience. The native Manager content with mud huts for intermediate stations, ... flag at each affords a sufficient signal, and the labour of a single Coolie suffices for the whole work of a Station. Another Railway has been put under similar management, and the results are said to be equally promising. When, again we hear of a well 40 feet deep being dug for a sum of twelve shillings, the conviction can hardly be escaped that the extravagance of Indian Public Works must be due to the want of some similarly appropriate, because Native, system of management. After all, will our Public Works bear comparison with those of the Mogul Emperors? If they do not, it is certainly not from want of will; but it may be from lack of the assistance and prudence which intelligent Native officials could afford. These, in fact, are but particular illustrations of one unquestionable defect which has hitherto characterized our rule. It has afforded for the past hundred years no scope or opening for any of the higher kinds of Native ability. We have lately made some slight steps towards improvement in this respect by opening some of the minor offices to Native gentlemen. But it is not easy for us to conceive the kind of paralysis which must creep over a people when generation after generation, the only careers which could afford scope for political or military ability are absolutely closed to them. In the ranks of the Native gentry are men who are the heirs of an ancient and powerful civilization, whose ancestors have exhibited political genius ... the highest order. The military ability which f... time to ...

benefit of which we have spoken, and it is, perhaps, still more injurious in its indirect effects. It debars us from developing the country in the manner best suited to the genius and wants of the people, and prevents us in numberless instances from thoroughly understanding them. Even our administration of justice, impartial as its spirit, may not unfrequently fail from an imperfect appreciation of Native customs or even of the Native language; and our Correspondent expresses a doubt whether, even in the course of the Lieutenant-Governor's tour, one of the Secretaries who attended him was not on an important occasion imperfectly understood. It is a grave question, in short, whether in former times India has not been richer, its people better educated, its manufactures more flourishing than now: and if there be but a misgiving on the point, it must materially diminish the complacency with which we contemplate our Empire.

Now read the Viceroy's resolution, which we published in our last, in the light of the above. What we said on the subject, when the famine was first announced, has come to pass. The famine has opened the eyes of the English people to the truth, that it is not economical, as Lagree was supposed to have thought, in the long run to impoverish the people by a systematic drain, and then to feed them during periodical famines which are sure to follow. Railways are absolutely necessary to develop the resources of the country, they are also necessary for political purposes and Government has come to know that it cannot further extend the Railway system without the aid of native agency. If all the Railways were placed under native management the profits would be immense, and Government is at the point of admitting this. We dare say if the native Railway officers were to press now their claims in a body by memorializing the Government, and setting forth their grievances, they might secure some advantages for their body. We hope the Railway men will not let slip this opportunity.

THE CALCUTTA MEDICAL INSTITUTIONS:—The *Calcutta Gazette* of the 2nd September contains a resolution on the report on the medical Institutions of Calcutta for the year 1873. We have not yet had the opportunity of perusing this valuable digest of records of the several hospitals of the metropolis, which has been so carefully drawn up by the Surgeon General, and for which he has been deservedly thanked by the Lieutenant Governor. These Institutions reflect the highest credit on the enlightened British Indian Government. The deep interest taken in their consideration, and the anxious solicitude felt for their improvement and prosperity bespeaks the generous character of our rulers, and the extent of their disinterested love towards the helpless poor.

The metropolitan hospitals are not mere local institutions, nor are the benefits conferred by them confined to any single section of the community. Taken together they afford relief to men of all castes and creed, who come from places and climates as remote from each other, as China from Peru, or the deserts of Arabia from the icy regions of Greenland. It is a subject therefore which ought to draw the attention of all men whose thoughts have a wider range than their own selves, and we intend to dwell upon it more minutely in a future issue. Meantime we can not refrain from giving [illegible]sion to a few cursory thoughts on some fa[illegible]t with in the resolution.

It occurs to us that in dealing with the separate reports on the different hospitals, the [illegible]esses of analysis and comparison have not [illegible]en carried to the extent of drawing any valuable inference, or suggesting any useful enquiry. The present age is decidedly an utilitarian one. and in the consideration of a matter, nothing interests people so much as its usefulness. Now the usefulness of a hospital is in a direct ratio to the number cured or relieved, and in an inverse ratio to its rate of mortality. This rate, it appears, is far from being uniform in the several institutions under notice—it varies from 387. per thousand at the Presidency General Hospital to 288.7 per thousand at the Campbell (Sealdah) Hospital. Between these extremes the different institutions stand in the following order as to their mortality.

Sealdah Campbell. Hospital	288.7
Medical College Hospt.	180.7
Howrah General Hospital (Mean of European and natives)	158.8
Mayo Native Hospital	49.3
Presidency General Hospital	38.9

The Police Chowkeedar Hospital shows a mortality still less, *i. e.* 21.6 per thousand. But this "surprisingly low figure" is attributed by the Surgeon General to the fact "that many men feeling their health giving way leave the force altogether." It is possible also that Police Chowkeedars may seek admission into Hospital for comparatively trivial complaints, in as much as they have to take their turn of day and might watch unless they are in hospital. Hence it may [illegible] such slight cases as [illegible] treated as out patients, being reckoned among the admissions of the Police Chowkeedar Hospital, the rate of mortality comes down to the low figure 21.6 per thousand. This ought not, in fairness therefore, be compared to the rate of mortality of the other institutions. The causes of mortality have not been analysed to furnish any explanation as to the enormous difference in the death rates of the several institutions. But with the materials at our command we may point out one or two circumstances of analogy and contrast. By separating the rates of mortality of Europeans (including Qurasians) for that of natives, we find the figures stand as follow. In the case of the medical College Hospital we have worked out the per centage separately for the Europeans and natives, from ths total numbers given in the resolutiom

	European	Native
Presidency General Hospital	38.9	——
Medical College Hospl.	59.5	180.7
Howrah General Hospl.	40	277.7
Mayo Natiue Hospital	——	49.3
Campbell Hospital		288.7

It thus appears from the figures in the first column that, in the case of Europeans, the range of mortality is not very great as between the different institutions, but the contrast is very striking in the column of natives, as also between the rates of mortality of the natives and Europeans in the two institutions where both classes are admitted in nearly equal numbers, viz, medical College Hospital and the Howrah General Hospital. That it is possible to reduce the mortality of natives in a hospital is evident from the figure against the Mayo Native Hospital (49.3 per thousand) which falls quite within the range of mortality of Europeans given in the 1st column, whereas the other institutions (medical College, Howrah General and Campbell Hospitals) give 4 to 6 times that number as the rate for natives. The mortality of the medical College Hospital is attributed to "the influence of sewertainetd city air in a malarious tropical climate." Whatever mysterious influence this may exercise there must certainly be something else to explain the very great differrence of mortality of European and natives (59.5 and 180.7 per thonsand.) Both the European and native patients of the Hospital must be alike subject to that influenee, and if anything the "malarious tropical" element, we have always heard, exercises more influence upon foreigners than upon natives. Are we to suppose that if the native patients of the Medical College and Howrah General Hospitals were treated under the same favorable conditions as the European patients are, the mortality of the natives might be brought down to a par with that of their European patients and of the native patients of the Mayo Hospital.

One other point we have to notice with a feeling of apprehension, because it threatens to draw upon the exchequer. In para 6, we find that "the appointment of a Port Surgeon to supervise the sanitary condition of the river and of its banks, and to watch the out-break of disease among the large floating population in the Port is under the L. G's considerations." Similar considerations have given birth within the last few years to the posts of sanitary commissiner of Bengal and the Health officer of Calcutta. But the existence of the one is annually made known to the Public by the publication of a ponderous report only, aud of the other officer by a number of prosecutions under the nuisance Act. Is it too much to expect of the highly paid Health officer to keep an eye upon the strand bank? or are the rate payers of Calcutta so rich as to pay Rs. 1500 per month for the performance of duties, which might very well be done by a competent conservancy overseer? Let Government pause awhile before creating another sine cure after these two.

THE WEALTH OF BENGAL:—The road-cess valuations have exposed the wealth of Bengal, we mean of the 16 most important districts of Bengal where the cess was introduced, to the gaze of the public. The average ratio of valuations to Government demand is not the same in all the districts. The following table will at once shew what we mean and the ratio of valuations to Government demand.

District.	valuation.	Govt. demand.	ratio
Balasore,	8,70,243	4,04,099	2. 1
Pooree	10,41445,	4,85,345,	2. 1
Purnea	28,59695	12,29,335	2. 3
Cuttack	21,07,442	8,47,401	2. 4
Burdwan	74,94,099	30,59,800	2. 4
Moorshedabad	32,79,829	13,50,289	2. 4
Hoogly	30,08,761	14,59,975	2. 6
24-P.	43,76,798	16,73,989	2. 6
Nuddea	27,50,647	10,41853	2. 6
Rajshye	34,08,969	10,33,524	3. 2
Jessore	38,28,090	10,50,393	3. 6
Furreedpore	12,01,030	3,3,6038	3. 6
Monghyr	33,79,596	8,46,381	3. 9
Dacca	22,49,524	4,92,775	4. 5
Bhaugalpo[illegible]	[illegible]3,09,309	6,85,560	6. 2
[illegible]	[illegible]0,47,847	1,10,343	9. 5

[illegible]reebag the [illegible] [illegible] much less. The valuation is a little below $4\frac{3}{4}$ crores and th[e] Government demand is upwards of one crore and sixty one lacs. Now this is the state of affairs after Bengal has enjoyed uninterrupted peace for more than a hundred years. When the land was first permanently settled the great famine had depopulated Bengal, and there were jungles and uninhabited tracts all over the land. The population since then has quadrupled, jungles have been cut and cleared, waste lands reclaimed, beels and low marshes silted up and when nothing else could be done the attention of the people was directed towards the impenetrable, insalubrious Sunderbans in the south whence tigers, panthers, leopards, rhinoceros, buffaloes, crocodiles and cobras were driven to make room for the excess population of Bengal and Orrisa. After all these improvements, the land has not been able to yield more than $2\frac{3}{4}$ times the Government demand, fancy, what must have been the nature of pressure upon the original Zemindars, with whom the British Government made the settlements. No wonder that the original proprietor should disappear from the face of Bengal and give place to a new set of enterprizing merchants and [so] forth. According to Manu the king's share is on[e]-sixth. Now times are changed! Akbar demanded, no doubt, one-fourth, but he demanded no other taxes and in the long run his reign sat very ligh[t] upon the people. Then again he was satisfied with one-fourth of the produce, but in famines, droughts, and innundations there is no remission for the Indian subjects of Her Majesty—they must procure silver any how whether the land yields them corn or not.

From the above it would appear that Hazareebag and Bhaugulpore made the best bargain during the settlement and that the poor Ooryas the worst. It is no wonder then that in Bengal the Orrissa districts, though so very fertile, should be so very poor. In Bengal proper Dacca, from this calculation, would appear to be the richest. But this calculation is founded upon a fallacious basis, for though Hazaribag made the best bargain and Moorsheedabad the worst, yet Hazaribag may not be richer than the latter. Let us see how much money each district retains after paying its share of Government revenue. But we must look to the population of the districts too, for to come at something like a reliable conclusion we must take into account the money that the district retains and the population that it maintains. Without going to great exactness for the conclusions will be the same whether we take a rough or accurate statistics, we only use in the following table round numbers. Column 2 shews the money in lacs that the District retains after paying Government, and column 3 the population of the district in millions.

District	money in lacs,	population in millions	ratio
Rajshye	24	1	24
Burdwan	44	2	22
Moorsheedabad	19	1	19
Bhaugalpore	36	2	18
Hoogly	15	1	15
Jessore	28	2	14
24-P	27	2	13.5
Moughyr	25	2	12.5
Hazareebag	10	1	10
Cuttack	12	$1\frac{1}{2}$	9
Fureedpore	9	1	9
Dacca	17	2	8.5
Nuddea	17	2	8
Purnea	16	2	8
Pooree	5	1	5
Balasore	4	I	

This is a queer result to arrive at. It appears from this calculation that Rajshye is the richest district in Bengal and next to it are Burdwan, Moorshidabad, Bhaugalpore and &c. Dacca which was considered so very rich by Lord Nothbrook cuts a very poor figure and stands 12th in a list of 16. However qeer the result may look, we believe it is not very far from the mark. An analysis of a like nature was made by Sir William Grey, founded upon income tax assessments. The tax was not like road-cess confined to 16 districts only, so the result he arrived at may not settle the point, but it may throw some light on the subject. Of the 12 persons assessed in the highest class with incomes from a lac upwards there were ass[essed at] [illegible]

Calcutta
Gya
Monghyr
24-Pergannas
Myemensing
Tirhoot
Rajshye

In [illegible]

Calcutta
Gya
Tirhoot
Dacca
Mymensing

Calcutta
24 Ps.
Gya
Tirhoot
Purnea

Calcutta
24 Ps.
Dacca
[P]urnea

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০এ অক্‌টবর বুধবার অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া আসোসিয়াশন গৃহে একটি সভা করিবেন। সভাতে বঙ্গ দেশবাসীগণ উপস্থিত হইয়া নূতন সিবিল আপীল বিল সম্বন্ধে মহামান্যবর গবর্নর জেনারেল বাহাদুর এবং তাঁহার সভাসদ্‌গণকে একটি আবেদন করা কর্ত্তব্য কি না। এই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন।

যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর
অনারেরী সেক্রেটারী
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন।

সংবাদ।

—এই সংবাদটী আমাদিগকে কোন বিশ্বস্থ ভদ্র লোক পাঠাইয়া দিয়াছেনঃ—গয়া সেসন আদালতে নিম্ন লিখিত মোকদ্দমাটী দায়ের আছে। গয়া, সহরঘাটী থানার অন্তর্গত কোন পল্লীর এক ব্যক্তি বিদেশে চাকরী করিতে যায়। বাটীতে স্ত্রী এবং ভৃত্য থাকে। কিছু দিন পরে যুবতী ভৃত্যের প্রেমে জড়ীভুতা হইয়া পড়িল। চাকরী করিয়া গৃহস্থ বাটী আসিলেন। যুবতীর বিষম দায় উপস্থিত—কার মন রাখে? এক দিন রাত্রিতে যুবতী স্বামী শয্যা পরিত্যাগ করিয়া ভৃত্যের নিকট আসিয়া বলিল, 'এরূপ করিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করা আর চলে না, ঐ ঘরের মধ্যে (যে ঘরে তাহার স্বামী নিদ্রা যাইতে ছিল) তলওয়ার আছে, উহাকে (স্বামীকে) কাটিয়া ফেল।' ভৃত্য সম্মত হইল, এবং প্রভু হত্যার নিমিত্ত নিঃশব্দে অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল। পাপিষ্ঠা স্বচক্ষে স্বামী হত্যা দেখিবার জন্য দ্বার দেশে দণ্ডায়মানা! ধর্ম্মের কল! গৃহ মধ্যে এক জন চোর বসিয়া ছিল। সে তাহাদের সমস্ত কথা শুনিল। ভৃত্য গৃহ প্রবেশ করিবা মাত্র লম্বিত তলয়ার তাহার গলায় বসাইয়া দিয়া চোর প্রস্থান করিল। ভৃত্যের ছিন্ন শির গৃহস্থের শয্যায় পড়িল। 'আমার স্বামী, চাকরকে খুন করিল' বলিয়া দুষ্টা স্ত্রী চীৎকার করিয়া উঠিল। পাড়ার লোক আসিয়া উপস্থিত। গৃহস্থ রক্ত মাখা, অদূরে ভৃত্যের মৃত দেহ, তলওয়ার পতিত, কে না বলিবে যে গৃহস্থ ভৃত্যকে হত্যা করিয়াছে? পুলিশ আসিয়া স্বামীকে চালান দিলেন। স্ত্রী সাক্ষী, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচারে গৃহস্থ দোষী সাব্যস্ত হইল। সেসনে পাঠাইবার উপক্রম হইতেছে, সাধু চোর দেখিল যে কুচক্রে নির্দ্দোষীর প্রাণ দণ্ড হয়, সে ডেং মাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির হইয়া সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিল। চোর এবং গৃহস্থ খালাস পাইয়াছে, স্ত্রী লোকটী সেসিয়নের বিচারে রহিয়াছে।

—আমেরিকায় [illegible]র একটি কুৎসিৎ মকর্দ্দমা উপস্থিত। ইহাতে [illegible] উবলিউ প্রক্‌টর বাদী এবং
[illegible] প্রক্‌টর বলেন যে
[illegible]দীর হস্তে অনেক গুলি টাকা
[illegible] এবং এই নিমিত্ত বিবি প্রক্‌টর
[illegible]র সহিত তাহার আফিশে দে-
[illegible] ল্যাপস্‌লি এক দিন আপি-
[illegible]প্ত কামরায় তাহাকে লইয়া
[illegible]কে মদ্য পান করাইয়া তা-
[illegible] তিনি আরো কয়েক দিন
[illegible]াচার করেন। প্রক্‌টর
[illegible] প্রতিবাদীর নামে
[illegible] হুকমৎ বহার নালিশ
[illegible]রো গুটি কতক ঘটনা উ-
[illegible] স্ত্রী স্বাধীনতা রোগ কিছু
[illegible]হার স্ত্রী [illegible] এরূপ প্রহার

নাক আপনি কামড়াইয়াছে। এই সংবাদটি এক খানি ইংরেজী কাগজে উঠান হইয়াছে এবং স্ত্রীলোকটিকে অসাধারণ স্বামীভক্ত বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। যেখানে পুত্রে পিতাকে রক্ষা করিলে সুখ্যাতি পায় সেখানে এটি অপূর্ব্ব ঘটনা বলিয়া গণ্য হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

—মিয়ারস্ সাহেবের নিমিত্ত যে দরখাস্ত হইয়াছে তাহাতে প্রায় আট শত লোক স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী ৬০ জনের বেশী নয়। পাওনিয়ারের কলিকাতাস্থ সংবাদ দাতা বলেন যে, প্রধান২ ইংরেজেরা ইংলিশম্যানের হুজুকে যোগ দেন নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, মিয়ার্সের সমুচিত দণ্ডই হইয়াছে। তবে যাহারা মিয়ার্সের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন তাহারা কি ছোট লোক?

—একটি কুৎসিৎ ঘটনার দরুন আমেরিকায় হুলুস্থুলু পড়িয়া গিয়াছে। রেবারেণ্ড বিচার নামক আমেরিকায় এক জন পাদরী আছেন। ইহার তুল্য সুবক্তা ও সুলেখক পৃথিবীর মধ্যে অতি কম লোক আছেন। নাস্তিকেরা ও ইহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা গুলি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। যে গির্জ্জা ঘরে ইনি বক্তৃতা করেন সেখানে সহস্র২ শ্রোতা উপস্থিত হয়। জগতে ইনি পরম ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার চরিত্রে কোন রূপ দোষ স্পর্শিবে ইহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। টিল্‌টন নামক এক ব্যক্তিকে ইনি প্রতিপালন করেন। ক্রমে তিনিও এক জন সুবক্তা ও সুলেখক হইয়া উঠেন ও ক্রমে খ্যাতি লাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিচার সাহেব তাহার প্রতিপালিত একটি রমণীর সহিত টিলটনের বিবাহ দিয়া দেন। দম্পতি পরম সুখে কাল যাপন করিতে থাকেন এবং বিচারের তাহাদের প্রতি সমান স্নেহ থাকে। বিশেষতঃ টিলটনের স্ত্রীর সহিত তাঁহার কিছু অতিরিক্ত স্নেহ দেখা যাইতে লাগিল। এমন কি তিনি তাহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া কখন২ বিচার সাহেবের বাটিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তাহার সহিত গুপ্ত স্থানে দেখা সাক্ষাৎও করিতেন। এই রূপে প্রায় ৪। ৫ বৎসর গত হইল, কিন্তু টিলটন এ যাবৎ কোন বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না। হঠাৎ গত মে মাসে তিনি এই রূপ এক খানি পত্র সংবাদ পত্রে প্রকাশ করেন যে বিচার সাহেব তাহার স্ত্রীকে নষ্ট করিয়াছে। তিনি বলেন তাহার স্ত্রীর কোন অপরাধ নাই; বিচার সাহেব তাহার স্ত্রীকে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে তিনি তাঁহার প্রেমে আবদ্ধ হইলে কোন দোষ নাই এবং তিনি যে কোন কাজ তাহার সহিত পবিত্র ভাবে করিতে পারেন, যেহেতু তিনি তাহার ইষ্টগুরু। টিল্‌টন আরো বলেন যে তিনি স্বচক্ষে তাহার স্ত্রীর সহিত বিচারকে কুব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন এবং তাহার স্ত্রীও নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছে। টিলটন শপথ পূর্ব্বক এই কথাগুলি আদালতে প্রকাশ করিয়া বলেন এবং তিনি বিচারের লিখিত এরূপ কতক গুলি পত্র দেখান যাহাতে লেখা আছে 'টিল্‌টন, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার প্রতি ঘোর অন্যায় করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা না করিলে আমি আত্মহত্যা করিব, আমি ঈশ্বরের নিকট যে রূপ বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকি তোমার নিকট সেই রূপ বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ইত্যাদি।' সংবাদ পত্রে এই ঘটনার বৃত্তান্ত বাহির হইলে মহাগোল উপস্থিত হইল। যিনি ধর্ম্মের আদর্শ স্বরূপ তাহা কর্ত্তৃক এরূপ কুৎসিত কাণ্ড, ইহা কি সম্ভব? এই রূপ কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল এবং সকলের মুখেই এই কথা। বিচার প্রথম চুপ করিয়া থাকেন, শেষে ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী এবং টিল্‌টন ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার কুৎসা রটনা করিয়াছে। তিনি আরো প্রার্থনা করেন যে একটি কমিটি দ্বারা তাহার বিচার হউক। [illegible]নের স্ত্রীও বলেন যে, করিতে মনস্থ করিয়াছেন, ইহাতে যদি তাহার নিজের ঘোর কলঙ্ক হয় তাহাতেও তিনি স্বীকার। সংপ্রতি টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে, কমিটি কর্ত্তৃক বিচার সাহেব নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের বিচার এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই। লোকে উহা আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছে। বিচার দোষী সাব্যস্ত হইলে পৃথিবীতে যে কাহারো প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না ইহাই প্রমাণ হইত।

—পাঠক গণ জারমান ও ফরাসীসদের যুদ্ধের কথা মনে পড়ে? সিডানের যুদ্ধে ফ্রান্‌সের রাজা নেপোলিয়ন আত্ম সমর্পণ করিয়া জারমানদের নিকট বন্দী হইলেন। জারম্যানেরা সবিক্রমে আসিয়া পারিস নগর ঘিরিয়া ফেলিল। কিন্তু মেট্‌জ নামক আর একটি দুর্গে বেজিন নামক এক জন সেনাপতি সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। জারমানেরা যখন পারিস পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল বেজিন যদি সেই সময় তাঁহার অধীনস্থ সেনা সমূহ লইয়া বাহির হইতে জারমানদিগকে আক্রমণ করিতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ জারমানেরা আর পারিসে থাকিতে পারিত না এবং সম্ভবতঃ ফরাসীসরা পরাজয়ের ঘোর অপমানগ্রস্ত হইত না। কিন্তু বেজিন জারমানদের নিকট ঘুশ খাইয়া সসৈন্যে জারমানদের হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন। ফ্রান্‌সের এক জন প্রধান সেনাপতির এই ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অভিমানী ও ইউরোপের সর্ব্ব প্রধান জাতি শত্রুরের পদানত হইল। যুদ্ধান্তে ফরাসীসরা বেজিনের বিচার করেন। বিচারে বেজিন অপরাধী সাব্যস্থ হন এবং তাঁহার প্রতি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হয়। তদনন্তর ফ্রান্‌সের সভাপতি মৃত্যু দণ্ড ক্ষমা করিয়া বেজিনের প্রতি চির জীবন কারাবাসের দণ্ড বিধান করেন। বেজিন ফ্রান্‌সের নিকট একটী দ্বীপে অবরুদ্ধ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি পান। মাস ৩। ৪ হইল বেজিনের স্ত্রী ফান্‌সের সভাপতি ম্যাক মোহনের নিকট কাঁদা কাটা করিয়া এই প্রার্থনা করেন 'আপনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, আপনি আমার স্বামীকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে ফান্‌স দেশ হইতে চির নির্ব্বাস করিতে পারেন।' ম্যাক মোহন ইহাতে বলেন যে তিনি মন্ত্রী বর্গ ও জাতীয় সভার দাস মাত্র, তিনি নিজে কিছুই করিতে পারেন না। বেজিনের স্ত্রী বলেন 'আপনি যদি তাহাই না পারেন তবে অন্ততঃ আমার স্বামীর কারাবাস দণ্ডের কঠো[illegible] একটু কমাইয়া দিউন। তাঁহাকে অনুমতি দিউন [illegible] তিনি কারা গৃহ ত্যাগ করিয়া রক্ষকগণের পাহার[illegible] দ্বীপের মধ্যে ভ্রমণ করিতে পারেন। তিনি প্রতি[illegible] করিবেন যে তিনি কখনই পলায়নের উদ্যোগ করিবে[illegible] না।' ম্যাক মোহন এই প্রত্যুত্তর দেন যে তিনি কো[illegible] ক্রমে কারাবাসের নিয়মে শৈথিল্য করিতে পারে[illegible] না। বেজিনের স্ত্রী ইহাতে এই কথা বলেন যে 'আ[illegible] ঈশ্বরের মনে যাহা থাকে তাহাই হইবে।' ইহাই বলি[illegible] তিনি চলিয়া যান এবং সেই অবধি তাঁহার স্বামী ক[illegible] মুক্ত করিতে কৃত সংকল্প হন। বেজিনের স্ত্রীর বয়[illegible] ২৭ বৎসর। তিনি কৃষ্ণবর্ণ সুন্দরী ও স্থির সংকল্প। [illegible] প্রাতে ১০ আগষ্ট রাত্রে বেজিন তাহার কারা দ্বীপ হই[illegible] পলায়ন করিয়াছেন। এই পলায়নের বৃত্তান্ত ন[illegible] ব্যক্তি নানা রূপ বলিতেছে। আপাততঃ [illegible] হইয়াছে। বেজিনের স্ত্রীর তাহার স্বামীর [illegible] ইবার অনুমতি ছিল। তিনি স্বামীর সহিত [illegible] করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী নগরে যান এবং সেখান হ[illegible] এক খান নৌকা লইয়া নিজে দাঁড় বাহিয়া রাত্র [illegible] কারাগারের নিম্নে সমুদ্র মধ্যে অবস্থিতি করেন। [illegible] গৃহের একটী জানালায় এক গাছী দড়ি ঝুলাইয়া বে[illegible] দড়ি বাহিয়া নৌকায় অবতরণ করেন। দূরে ই[illegible] দেশের এক খান জাহাজ অবস্থিতি করিতেছিল, [illegible] বাহিয়া এই জাহাজে উত্তীর্ণ হন এবং জাহাজ যে[illegible] ইটালী রাজ্য পলায়ন করিয়াছেন। বেজিনের পলা[illegible] ফান্‌স রাজ্যে হুলুস্থুলু পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁ[illegible] স্ত্রীর অসম সাহসিকতা ও বাহাদুরীতে লোকে [illegible] আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে।

—তুর্কি স্থানে একটি কুকুর আছে। [illegible]স আঁক ক[illegible] পারে। কতক গুলি কাগজ একত্রিত করিয়া রা[illegible] তাহার মধ্য হইতে যেখানি তুমি চাও তাহাও সে ব[illegible] করিয়া দিতে পারে। এই কুকুরটি বিক্র[illegible] আছে।

—সোমপ্রাকাশ সম্প্রতি বলিয়াছেন, যে [illegible] গণ বস্তুতঃ কাহার। কায়স্থগণ তন্নিমিত্ত অত্য[illegible] রক্ত হইয়াছেন। কয়েক ব্যক্তি আমাদিগের [illegible] [illegible]য়া ইহার প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগকে [illegible]
লিখিতে বলি[illegible]